যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিজ জুডিথ শামাস-এর ভাষণ

--

বিভাগীয় ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

মঙ্গলবার, ১৪ই মার্চ, ২০০৬

বিকাল ৩-৪টা

ঢাকা, ১৪ই মার্চ, ২০০৬ -- চট্টগ্রামে আমেরিকা সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের শার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিজ জুডিথ শামাস আজ (১৪ই মার্চ) চট্টগ্রামে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রদত্ত তার ভাষণ নিচে দেয়া হলো:

ঢাকা ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, উপ পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন নুরুল আবসার, চট্টগাম ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত ইমামবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস, ইউএসএআইডি ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহকর্মীগণ -- আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন

আপনাদের সংগে সাক্ষাৎ করে আপনারা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন সে সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

আমি জানি যে বাংলাদেশের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি সারা দেশে ইমামদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের সমাজ উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখবে।

সমাজে ইমামদের কর্মকান্ড, যেমন খুৎবায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনা, সাধারণ নাগরিকদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে এমন সব বিষয়ে গ্রাম ও সমাজ পর্যায়ে সভা আহ্বান ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের কর্মকান্ড উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে ইমামদের অবশ্যই পুরোপুরিভাবে অবিহিত করতে হবে। সেকারণেই যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখায় কম্পিউটার রুম স্থাপনে এবং ইমামদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণদানে সহায়তা দিয়েছে।

আমি আরো আনন্দিত যে ইউএসএআইডির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইমামদের সংগে সহযোগিতার বিভিন্ন উপায় খুঁজছে। আমাদের উভয়েরই উন্নয়নের ব্যাপারে অভিন্ন আগ্রহ রয়েছে। যেহেতু ইমামরা বাংলাদেশে পরিবর্তনের ইতিবাচক বাহক হিসেবে কাজ করতে পারেন, সেহেতু

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সংশ্লিষ্টতা উন্নয়ন কাজে সামাজিক নেতৃবৃন্দের সার্বিক অংশগ্রহণকেই জোরদার করবে।

ইউএসএআইডির সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় ইমামদের সংশ্লিষ্ট করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রগুলো হলো অন্যান্যের মধ্যে জনস্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ, শিক্ষা, অ্যাকোয়াকালচার, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, ব্যাবসায় উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, মানুষ পাচার প্রতিরোধ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ।

এই সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার অন্যতম উপায় হলো ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংগে এশিয়া ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সহায়তা দেয়া। এই কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ইমাম ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম। এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জনগণের উপলব্ধি, অঙ্গীকার ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমতা জোরদার করা। আপনাদের অনেকেই জানেন যে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির বর্তমানে যে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ নবায়নের কার্যক্রম রয়েছে তার পরিপূরক হিসেবে ইউএসএআইডির সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমগুলোর সংগে ইমামদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

আজকের ও সারা বছর ধরে এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মধ্যে সহযোগিতামুলক কার্যক্রমের জন্য আমি আবার তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখতে পারি।

ধন্যবাদ

=====

জিআর/ ২০০৬